কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 APR 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

প্রশ্ন ফাঁসকারীরা বেপরোয়া

এইচএসসির স্থগিত পরীক্ষা ৮ জুন তদন্তে দুই কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

বেপরোয়া হয়ে উঠেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সিন্ডিকেট। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও অপরাধীচক্রকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে প্রশাসন। মাঝেমধ্যে অপরাধীচক্র ধরা পড়লেও মূল হোতারা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য প্রতিটি ঘটনার পরপরই তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও সেই রিপোর্টও অন্তরালে থেকে যাচ্ছে। ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

এইচএসসির স্থগিত পরীক্ষা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোনো সুপারিশই বাস্তবায়িত হয় না। বারবার পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় হতাশ হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের গতকাল বৃহস্পতিবারের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের যে ঘটনা ঘটেছে, তার তদন্তের জন্যও পৃথক দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থগিত হওয়া ওই পরীক্ষা আগামী ৮ জুন সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে।

শিশু শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ নিয়োগ পরীক্ষা, বিসিএস—কোনোটিই বাদ পড়ছে না প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা থেকে। বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে সারা দেশে গড়ে উঠেছে সিন্ডিকেট চক্র। ফাঁস হওয়া প্রশ্ন বিক্রি করে এক রাতেই কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে এই অপরাধীচক্র। অনেক সময় প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়িয়েও টাকা কামাচ্ছে তারা। বিভিন্ন সময়ে এই সিন্ডিকেট চক্রের সঙ্গে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, বিজ্ঞি প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশ্ন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, এমনকি ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের যোগসাজশের অভিযোগও রয়েছে। পরীক্ষার সময় গোয়েন্দা ও পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধি করা হলেও তা খুব একটা কাজে আসছে না।

গত বুধবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয় বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট বোর্ড। এর আগে ওই বিষয়ের পরীক্ষা রাজধানীসহ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে পৌঁছে যায়। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হওয়া এসএসসি পরীক্ষার সময়ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। গত বছরের ৮ ডিসেম্বর প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়ায় ১৭ জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়। এর আগে নভেম্বর-ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সময়ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত ৩০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ওই প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি স্বীকার করে বলেছিলেন, প্রশ্ন আংশিক ফাঁস হয়েছে (৮০ ভাগ) এটি পুরো পরীক্ষায় প্রভাব ফেলেনি।

প্রশ্নপত্র ফাঁস তদন্তে দুটি কমিটি গঠন : ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তে গতকাল অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মোহরাব হোসাইনকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ), যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক। এ কমিটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের সার্বিক বিষয় তদন্ত করে পরবর্তী করণীয় এবং দেশের সব পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করবে। কমিটিকে আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

অধ্যাপক আবদুস সালাম হাওলাদারকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট আরেকটি কমিটি গঠন করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক শ্রীকান্ত কুমার চন্দ, বিদ্যালয় পরিদর্শক অধ্যাপক শাহেদুল খবির চৌধুরী, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট মো. মঞ্জুরুল কবীর এবং উপ-পরিচালক (হিসাব) ফজলে এলাহী। এ কমিটিকেও ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমরা কোনো নমনীয় অবস্থান দেখাব না। এসব বরদাশত করা হবে না। যেই জড়িত থাকুক না কেন, তাকে চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে।

ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ৮ জুন : প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় স্থগিত হওয়া ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী ৮ জুন সকাল ১০টায় ওই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। গতকাল সকালে এই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। আগের দিন বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন বিক্রির অভিযোগ ওঠায় রাতে ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি ও ডিআইবিএসের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

রাজশাহীতেও প্রশ্নপত্র ফাঁস, গ্রেপ্তার ১: রাজশাহী থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, রাজশাহীতেও এইচএসসির ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র আগের দিন রাতেই অনেক পরীক্ষার্থীর হাতে হাতে পৌঁছে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সুযোগে একটি চক্র হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা। প্রতিটি প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুর রউফ।

এদিকে জেলার বাঘা উপজেলায় প্রশ্নপত্র বিক্রি করার সময় পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে গতকাল জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।